ঝাড়গ্রামে তিতলির প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

সমীর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম ঃ তিতলির প্রভাবে বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রাম। ১২ অক্টোবর জেলাতেও প্রভাব পড়ল তিতলির। নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল ও ঝাড়গ্রাম ব্লকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতকাল রাতেই শুরু হয় বৃষ্টি। আজ সকালে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পৌঁছায় ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল এলাকায়। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম শহরের কাছাকাছি জিতুশোলের কৃষ্ণ বাগানের প্রায় ২০০ মিটার পরিধির মধ্যে সেই ঝড় আছড়ে পড়ে বাসস্ট্যাণ্ডে। সাঁকরাইলের রোহিণী বাজারে ভেঙে পড়েছে পূজামণ্ডপ। মনপুরা, নোয়াগা, গজাসিমুল ঠাকুরথান, কালোসোনা ও তাতিয়া গ্রামে বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ভেঙেছে প্রচুর গাছ। রাস্তায় গাছ পড়ে অবরুদ্ধ হয়েছে যানবাহন চলাচলের রাস্তা। জিতুশোল এলাকায় ঘরবাড়ির ছাউনি উড়িয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়। রাস্তায় গাছ পড়ে অবরুদ্ধ হয়েছে ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক। এর ফলে ঝাড়গ্রাম, লোধাশুলি, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও সাঁকরাইল ব্লকের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঝাড়গ্রামের জেলা প্রশাসন জেসিবি দিয়ে রাজ্য সড়ক সচল করার কাজে নেমেছে। তবে কোন প্রাণহানির খবর নেই বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। অপরদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে খড়গপুরে আহত হয়েছেন ১০ জন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ইলিয়াস মল্লিক (৩৮)। এছাড়াও তিতলির প্রভাবে তৈরি হওয়া স্থানীয় একটি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ব্লকের একাধিক গ্রাম। নছিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যায় ঘূর্ণিঝড়। ভেঙে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ভেঙে পড়েছে গাছ-সহ বিদ্যুতের খুঁটি। দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হয়েছেন চারজন। তাদের কেশিয়াড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনি সহ কয়েকটি গ্রামের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ভেঙে গিয়েছে একটি পুজো প্যাণ্ডেল।

বিচারাধীন বন্দির আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পূর্ব পরিচিত এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে তমলুক জেলা সংশোধনাগারে বিচারাধীন এক বন্দি গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালো। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ে সবার অলক্ষ্যে আচমকা নিজের গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বাবুলাল ধনী নামের এই অভিযুক্ত আসামী। ঘটনাটি নজরে আসতে সাথে সাথে সংশোধনাগারের ভেতরে থাকা অন্যান্য আসামীরা কারারক্ষী বাহিনীকে খবর দেয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানা সংলগ্ন আনন্দপুর এলাকার বাসিন্দা বাবুলাল ধনী। সুদের ব্যবসায়ী এই যুবকের সাথে কাজ করতো ধর্ষিতা মহিলা। জানা গেছে, অভিযোগকারিণীও ময়নার বাসিন্দা। অভিযোগ, কাজের সূত্রে গত জুলাই মাসে পাঁশকুড়ার হাউরে যায় বাবুলাল ও সেই মহিলা। সেখানেই বাবুলাল তার সহকর্মী এই মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। থানায় অভিযোগের পরে পুলিশ বাবুলালকে গ্রেফতার করে। সেই সময় থেকেই তমলুক জেলা সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি আছে বাবুলাল। জানা গেছে, কয়েক বার জামিনের জন্যে আবেদন জানালেও প্রতিবারই সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। এই নিয়ে কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল বাবুলাল। এই আসামীর বাবা চন্দন ধনী জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ। তাই জেলে থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ছেলের এই মানসিক হাল দেখে তাঁরা কলকাতা উচ্চ আদালতে জামিনের জন্যে আবেদন করেছিলেন। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। চন্দনবাবুর দাবি, তবে আগে কয়েকবার আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় তাঁর ছেলে মনে করেছিল এবারেও সেই একই ঘটনা ঘটবে। তার থেকেই হতাশ হয়ে বাবুলাল এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে। অপরদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তমলুক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে এই যুবক।

মিড ডে মিলের পাতে ইলিশ মাছ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মিড ডে মিল নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। তবে তারই মধ্যে উলটোপুরাণ কাঁথি-১ ব্লকের বাদলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শুক্রবার পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের পাতে ছিল ইলিশ মাছ। সৌজন্যে স্কুলের তিন জন শিক্ষক। খিচুড়ি নয়। মিড-ডে মিলে এলাহি আয়োজন। ভাত, ডাল, তরকারি, ইলিশ মাছের তেলঝাল, চাটনি, পায়েস ও সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ আইসক্রিম। স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৪। এই দিন উপস্থিত ছিল সকলেই। স্বাভাবিক ভাবেই খুব খুশি অনিতা বাগ, সজল বাগ ও মৌমিতা জানার মতো পড়ুয়ারা। সজলের কথায়, প্রতিদিন মিড ডে মিলে খিচুড়ি দেওয়া হয়। এদিন ইলিশ মাছ হয়েছিল খুব মজা হয়েছে। ওই প্রাথমিক স্কুলে রয়েছেন তিন জন শিক্ষক। তাঁরা নিজেরাই ১০০০ টাকা দিয়ে এই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু কেন এই আয়োজেন? সাধারণত, মিড ডে মিলে মাছ দেওয়া হয় না। তবে পড়ুয়াদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্কুল সূত্রের খবর, পড়ুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে মাছ খাওয়ার অবদার করছিল। তাই পড়ুয়াদের সেই আবদার মেটাতে গিয়ে এগিয়ে আসেন শিক্ষকেরা। স্কুলের শিক্ষক ইমরান আলি খান ও নবরঞ্জন প্রধান বলেন, তিন জন শিক্ষক মিলে পকেট থেকে টাকা খরচ করে মিড ডে মিলে এই মাছ পড়ুয়াদের খাইয়েছি। পড়ুয়ারাও পেট ভরে খেয়েছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সজল প্রধান বলেন, আমরা এই দিন স্কুলে মিড ডে মিলে সামান্য পরিবর্তন আনতে পেরে খুশি। তাই খুদে পড়ুয়ারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত খেয়েছে। তবে এদিন মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের ইলিশ খাওয়ানো হবে তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই হাজিরার হারও ছিল ১০০ শতাংশ। অপরদিকে রামনগরের একডাল নায়কালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রচন্দ্র পাত্রের উদ্যোগে মিড ডে মিলে মাংস, মিষ্টি, পাঁপড়, আইসক্রিম খাওয়ানো হলো। আগামীকাল থেকে স্কুল ছুটি পড়ে যাবে পুজো উপলক্ষ্যে। বাচ্চাদের মনে খুশি করাতে প্রধান শিক্ষকের এই অভিনব উদ্যোগ।

পৃথক দুটি ঘটনায় আত্মঘাতী নাবালিকা ও যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ মারিশদা ও ভূপতিনগরের এক নাবালিকা ও এক যুবক গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল। এই দুটি ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মারিশদা বড়নামাল গ্রামের এক নাবালিকা গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল। মৃতা নাবালিকার নাম রিঙ্কু দাস (১৬)। বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ির কড়িকাঠে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে সে ঝুলে পড়ে। এরপর পরিবারের লোকেরা দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেন। শুক্রবার কাঁথি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় দেহটি। অপরদিকে ভূপতিনগরের কসবা গ্রামের এক যুবক মানসিক অবসাদ পেতে মুক্তি পেতে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল। মৃত যুবকের নাম নভেন্দু জানা (৩০)। শুক্রবার বাড়ির সংলগ্ন একটি গাছে নাইলন দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাকে দেখতে পায়। এরপর তাঁরা উদ্ধার করে মুখবেড়িয়ার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার কাঁথির মহকুমা হাসপাতালে দুটি মৃতদেহরই ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় ২০ হাজার শ্রমিক সমস্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেউলিয়া ঃ আসন্ন শারদীয়ার বোনাস নিয়ে শ্রম দপ্তর আহুত বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২০ হাজার হোসিয়ারি শ্রমিক চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। আজ দেউলিয়ায় আহুত হোসিয়ারি শ্রমিকদের এক সাধারণ সভা। অন্ততঃ ১২ শতাংশ বোনাস মেকার মালিকরা না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগামী ২৮ অক্টোবর দেউলিয়া হীরারাম হাইস্কুলে শ্রমিকদের অষ্টম জেলা সম্মেলনের ডাক দিয়েছে। আজকের সভায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সভাপতি মধুসূদন বেরা, সম্পাদক নেপাল বাগ প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর পুজোর সময় শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকদের বোনাস শতকরা ৯৬ শতাংশ ঠিক হয়েছিল। এ বছর ১৫ শতাংশ বোনাসের দাবিতে শ্রমিক ইউনিয়ন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট লেবার কমিশনার-এর কাছে আবেদন জানালে তিনি গত ৫ অক্টোবর তমলুকে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকেন। মেকার মালিকরা ৯.৭৫ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে রাজি না হওয়ায় ওই দিনের বৈঠক ভেস্তে যায়। ফলস্বরূপ, জেলার কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, শহীদ মাতঙ্গিনী, নন্দকুমার সহ বিভিন্ন ব্লকের ছোট বড়ো প্রায় দু সহস্রাধিক কারখানার ২০ থেকে ২৫ হাজার মহিলা সহ শ্রমিকরা পুজো বোনাস নিয়ে সংকটে পড়েছেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা ও সম্পাদক নেপাল বাগ বলেন, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মালিকরা মেকার মালিকদের ১৯ শতাংশ বোনাস শ্রমিকদের জন্য দিলেও মেকার মালিকরা এই জেলায় মাত্র ৯.৬ শতাংশ বোনাস দিচ্ছে। অবিলম্বে অন্তত ১২ শতাংশ বোনাসের দাবি না মানা হলে শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

বেপরোয়া লরি, ভাঙল পাঁচিল ও দুর্গামণ্ডপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার শান্তিপুর ডোগরা পাড়ার কাছে ১০ চাকার একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে শান্তিপুর মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজোর মণ্ডপ এবং পরে রাস্তার ধারের একটি বাড়ির পাঁচিল ভেঙে ঢুকে যায়। মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো কমিটির দুর্গামণ্ডপের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ও পাশের বাড়ির কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনাস্থলে কোলাঘাট থানার পুলিশ হাজির হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত রাত্রি থেকে সকাল বেলা পর্যন্ত মেছেদা, হলদিয়া, হাইরোডে টোল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বড় বড় লরি ও অন্যান্য যানবাহন মেচেদা-তমলুক রাজ্য সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে। পুলিশ যদি বিষয়টি পদক্ষেপ নেয় সেই বিষয়ে দাবি জানানো হয়ছে।

ঘটনাস্থল থেকে লরির খালাসি ও ড্রাইভারকে পুলিশ আটক করেছে।

অপহরণ কাণ্ডে জড়িত থাকায় যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে রামনগর থানার পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম অলক সাহু। তার বাড়ি রামনগর থানার কনিওরা গ্রামে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার রামনগরের কনিওরা থেকে অলককে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার ধৃতকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৭ সেপ্টেম্বর রামনগর থানা এলাকার এক নাবালিকা মেয়ে তার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরের দিন সকালে ওই নাবালিকার পরিবারের লোকেরা রামনগর থানায় অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ নাবালিকাকে অপহরণের সহযোগিতা করার অভিযোগে যুবককে অভিযুক্ততে গ্রেফতার করে।

কাঁথিতে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে রণক্ষেত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ শুক্রবার সকালে কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। ঘটনার সামাল দিতে কাঁথি হাসপাতালে ছুটে আসে কাঁথি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কাঁথি-১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সেখ সাবুল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাঁথির কালিকাপুরের বাসিন্দা বৃহস্পতিবার দুই পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদ বাধে। দুজনের মধ্যেই বচসা শুরু হয়। এরপর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এক স্থানীয় বাসিন্দা ঘটনাস্থলে তাঁকে মরধর করা হয় বলে অভিযোগ। উভয়পক্ষের জখমদের বৃহস্পতিবার কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে দুই পরিবারের মধ্যে কাঁথি হাসপাতালে বচসা শুরু হয়। এরপর হাসপাতালের মধ্যে দুই পরিবারের লোকেরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। কাঁথি হাসপাতালে ছুটে যায় কাঁথি থানার আইসি সুনয়ন বাসু সহ পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় থানায় কোনও পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেননি।

জলের পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া জলের পাইপ লাইন ফেটে তীব্র গতিতে জল ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। আর সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এর জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তমলুকের মানিকতলায় হলদিয়া-মেচেদা জাতীয় সড়কে। পূর্ব মেদিনীপ জেলার সদর শহর তমলুকের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা এই হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক। কারণ এই রাস্তাতেই পড়ে জেলা পুলিশের সদর দপ্তর, জেলা আদালত। এছাড়াও, একাধিক নার্সিং হোম রয়েছে।

ফলে নানা কারণে এই রাজ্য সড়ক দিয়ে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে থাকে। শুক্রবার সকালে নিজেদের কাজে বেড়িয়ে এসে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সময়ে এই ধরনের ঘটনায় ভোগান্তিতে পড়েছেন বহু মানুষ। জানা গেছে, পাইপ লাইন ফেটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। অভিযোগ, শুক্রবার বেলা পর্যন্ত ঘটনাস্থলের আশেপাশে কোনও প্রশাসনিক আধিকারিককে চোখে পড়েনি। কোনও পরিদর্শনও হয়নি। নেই কোন ভাবে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ কার্যত এই ধরনের গাছাড়া মনোভাবে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ।

হোমে পরিষেবার টাকা না আসায় অনশন ও অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ প্রায় চার মাস ধরে খাওয়া, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের টাকা আসছে না। অভিযোগ, উৎসব মরসুমেও কয়েকজন আধিকারিকের অসহযোগিতার কারণেই হোমের আবাসিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের খাদ্য সুরক্ষা ও যত্নের অভাব দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে তাই বাধ্য হয়েই শুক্রবার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অনশনে বসে এক দল প্রতিবন্ধী মহিলা। আর একদল প্রতিবন্ধী ৪১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন এই ধরনের অসহযোগের প্রতিবাদে। ঘটনাটিকে ঘিরে চঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকে। যান চলাচল চূড়ান্ত ব্যাহত হয়েছে। যেখানে দিঘাগামী বহু পর্যটক আটকে পড়েন। এছাড়াও সাধারণ মানুষ পুজোর মুখে বেড়িয়ে ব্যাপক সমস্যায় পড়ে যান। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে। নিমতৌড়ি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক যোগেশ সামন্ত জানিয়েছেন, গত প্রায় চার মাস ধরে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রতিবন্ধীদের হোমের সরকারি অনুদান আসছে না। তাছাড়া জুভেনাইল হোমের বহু টাকা আটকে রয়েছে। এর ফলে এই হোমে থাকা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা চূড়ান্ত সমস্যার মুখে পড়েছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, ওষুধপত্র, চিকিৎসা সবটাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই বাধ্য হয়েই এদিন অনশনের পাশাপাশি রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন তাঁরা। যোগেশবাবু আরও জানিয়েছেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাঁদের ভাগের টাকা দিয়ে দিলেও সংশ্লিষ্ট দফতরের এক শ্রেণির আধিকারিকদের কারণেই এই বিপত্তি তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামেন। পথ অবরোধের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তমলুক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে আধ ঘন্টা বাদেই অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারী প্রতিবন্ধীরা। তবে অনশন চালিয়ে যান তাঁরা। এরপরেই নিমতৌড়ি উন্নয়ন সমিতির আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। হাজির ছিলেন জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সারদা গিরি, তমলুক ব্লকের বিডিও গোবিন্দ দাস, তমলুক থানার ওসি স্বপন চাঁপড়ি সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, সেই বৈঠকে হোম কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, দুর্গা পুজোর পরেই বকেয়া প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা হোমের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই অনশন প্রত্যাহার করে প্রতিবন্ধীরা।

দুর্গোৎসব ২০১৮ উপলক্ষে সুষম খাদ্য ও দুঃস্থ মেধাবী
ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে একদিনের সাহায্য
কুপন প্রতিযোগিতা
পরিচালনায় ঃ- টিকরাপাড়া রবীন্দ্রনাথ ইউনাইটেড ক্লাব
খেলার তারিখ ঃ ২১শে অক্টোবর, ২০১৮ রবিবার // সময় ঃ- সন্ধ্যা ৭.৩০ টায়
স্থান ঃ- পূজা প্রাঙ্গণ (খড়িকাপাটনা লায়ন্স ক্লাব মাঠ)
প্রতাপদিঘি পূর্ব মেদিনীপুর
কূপন মূল্য ১০ টাকা
পুরস্কার - ২৬২টি
শুধুমাত্র বিক্রিত সাহায্য কুপনের উপর খেলা হইবে
উপহার তালিকা
১ম পুরস্কার — Honda Shine SP (১টি) (১ জন)
২য় পুরস্কার — TVS Scooty (১টি) (১ জন)
৩য় পুরস্কার — Bajaj CT 100 (১টি) (১ জন)
৪র্থ পুরস্কার — ফ্রীজ (১টি) (১ জন)
৫ম পুরস্কার — এক জোড়া সোনার রিং (১ জন)
বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার রয়েছে ১৫৭ টি।
★ আগামী সোমবার টিকরাপাড়া রবীন্দ্রনাথ ইউনাইটেড ক্লাবের এই বছরের দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন। বিকাল ৩ টায়। ★